নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ
প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ
The Daily Janakantha

মাধ্যমিক শিক্ষা ॥ এক নীরব সংকট

ড. আলা উদ্দিন

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক স্তরটি আজও এক অবহেলিত অধ্যায় হিসেবে থেকে গেছে- যদিও এটি দেশের শিক্ষাবিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। যদিও সরকারগুলো বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে, প্রায়শই তাদের মনোযোগ সীমাবদ্ধ থেকে যায় প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রতি। মাধ্যমিক শিক্ষা, যা মূলত ১১ থেকে ১৬ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের জন্য নির্ধারিত, তা যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে না, ফলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এক ধরনের নীরব সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এই সময়কালে শিক্ষার্থীদের মানসিক, আবেগীয় ও সামাজিক বিকাশ ঘটে, যা তাদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের ভিত্তি রচনা করে।

মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও বর্তমান বাস্তবতা

মাধ্যমিক শিক্ষা শুধু শিক্ষার একটি পর্যায় নয়, এটি একটি সময় যখন শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যাওয়া, কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ, অথবা চাকরির বাজারে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেয়। এখানেই গড়ে ওঠে তাদের মৌলিক দক্ষতা যেমন- গণিত, বিজ্ঞান, ভাষা, বিশ্লেষণী ও সৃজনশীল চিন্তা। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশের অধিকাংশ মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে, অবকাঠামো, যোগ্য শিক্ষক ও আধুনিক শিক্ষাসামগ্রীর অভাবে পড়াশোনার মান প্রায়শই নিচু। গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে দক্ষ শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীদের গুণগত অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যালয় থাকলেও, তার পরিবেশ এবং শিক্ষাদানের মান সন্তোষজনক নয়, যা শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার অবহেলা শুধু দুর্ঘটনাবশত নয়, বরং এটি একটি কাঠামোগত ব্যর্থতার পরিণতি। বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অথবা প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণে রাজনৈতিক ও আর্থিক উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু মাধ্যমিক স্তরটি থেকে গেছে অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত। আন্তর্জাতিক দাতারা বেশিরভাগ সময় সাক্ষরতার হার বা প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে, যার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রের অর্থায়ন ও তদারকি অপর্যাপ্ত থেকে গেছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকরা স্বল্প বেতন পাওয়া, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত এবং সুবিধার অভাবে গ্রামীণ অঞ্চলে নিয়োগ ও ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে এই স্তরের শিক্ষার্থীরা আধুনিক বিশ্বে প্রতিযোগিতার জন্য অপর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হচ্ছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান চ্যালেঞ্জ

অবকাঠামো ও স্কুলের সংখ্যা- গ্রামীণ ও শহরতলির অনেক এলাকায় গুণগত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অভাব স্পষ্ট। স্কুলগুলো দূরে হওয়ায়, বিশেষত মেয়েদের জন্য নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এতে অনেক শিক্ষার্থী মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। শিক্ষক সংকট- মাধ্যমিক পর্যায়ে বিশেষ করে গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে দক্ষ শিক্ষকের অভাব মারাত্মক। ন্যূনতম বেতন, প্রশিক্ষণের অভাব এবং কর্মপরিবেশের খারাপ হওয়ায় গ্রামীণ বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ কঠিন। যারা আছেন, তাদের প্রশিক্ষণও অপর্যাপ্ত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা থেকে বঞ্চিত। পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা- মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম অধিকাংশ সময় মুখস্থ শিক্ষা ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দিকে কেন্দ্রীভূত। বাস্তব দক্ষতা, সমালোচনামূলক চিন্তা, যোগাযোগ ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রায়ই অসহায় বোধ করে। লিঙ্গভিত্তিক বাধা- মেয়েদের শিক্ষা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে পরিবারের উদ্বেগ, নিরাপত্তার অভাব, স্কুলের দূরত্ব ও বাল্যবিবাহের ঝুঁকি বড় বাধা। ফলে অনেক মেয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, যা লিঙ্গ বৈষম্য বাড়িয়ে দেয়। পর্যবেক্ষণ ও অর্থায়নের ঘাটতি- মাধ্যমিক শিক্ষায় পর্যাপ্ত তদারকি না থাকায় শিক্ষক অনুপস্থিতি, অনিয়ম, শিক্ষার গুণগতমানে পতন দেখা যায়। এছাড়া অর্থায়ন কম থাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন, পাঠ্যক্রম আধুনিকীকরণ ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে ঝুঁকি তৈরি হয়।

অবহেলার প্রভাব ও পরিণতি

দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের সংকট- মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে উত্তীর্ণ অনেক শিক্ষার্থীই মৌলিক দক্ষতা

অর্জন করতে পারে না। ফলে তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ কঠিন হয় এবং যুব বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পায়। লিঙ্গ বৈষম্যের গভীরতা- মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া মেয়েরা প্রায়ই সীমিত বিকল্পের মধ্যে পড়ে- যেমন বাল্যবিবাহ, কম মজুরির কাজ অথবা গৃহস্থালির দায়িত্ব। ফলে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বাধা- দেশের অর্থনীতি আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্ঞানভিত্তিক হওয়ার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার অপরিহার্য। মাধ্যমিক শিক্ষা কম থাকলে প্রয়োজনীয় কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা গড়ে ওঠে না, যা জাতীয় উৎপাদনশীলতাকে ধাক্কা দেয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক ঝুঁকি- শিক্ষা থেকে বঞ্চিত যুব সমাজ সামাজিক অস্থিরতা, অপরাধ ও চরমপন্থার শিকার হতে পারে, যা সামগ্রিক জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি।

সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকার, গুণগত মান উন্নয়ন ও দক্ষতার সঙ্গে সমন্বয় সাধনের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করলেও বাস্তবায়নে তা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়নি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো তুলনামূলকভাবে কম অর্থায়ন পায়, আর্থিক বৈষম্য বিদ্যমান। শিক্ষা সংস্কার উপরের দিক থেকে নেমে এলেও স্থানীয় পর্যায়ে তা কার্যকর হয় না। পর্যাপ্ত মনিটরিং ও তথ্য সংগ্রহ না থাকায় বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হয় না। এছাড়া শিল্প ও কর্মসংস্থানের সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার সংযোগ দুর্বল।

প্রয়োজনীয় সংস্কার ও দিকনির্দেশনা

অবকাঠামোর ন্যায্য উন্নয়ন- মাধ্যমিক শিক্ষায় সবার জন্য প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হলে, প্রথমত দরকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন। এখনো অনেক দুর্গম ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই বা থাকলেও সেগুলোর অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। বিদ্যালয় নির্মাণ ও আধুনিকায়নের পাশাপাশি নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা- বিশেষ করে মেয়েদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। অনেক ক্ষেত্রে দূরত্ব এবং পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না বা ঝরে পড়ে। অতএব, বর্ডিং সুবিধা বা স্কুলবাস চালুর মাধ্যমে এই বাধা দূর করা যেতে পারে। শিক্ষকগণের ক্ষমতায়ন- শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য প্রধান চালিকা শক্তি হলো শিক্ষক। কিন্তু আমাদের দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকরা তুলনামূলকভাবে কম বেতন পান, যার ফলে মেধাবী তরুণরা এই পেশায় আসতে উৎসাহ পান না। এটি দূর করতে হলে বেতন বৃদ্ধি, পেশাগত উন্নয়নের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য ডিজিটাল শিক্ষক নেটওয়ার্ক গঠন জরুরি। পাশাপাশি, গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলোতে নারী শিক্ষক নিয়োগে বিশেষ প্রণোদনা দিলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে থাকা ও শেখার পরিবেশ আরও নিরাপদ ও সহানুভূতিশীল হবে।

পাঠ্যক্রমের আধুনিকীকরণ- বর্তমান বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যক্রমের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তা, সৃজনশীলতা, যোগাযোগ দক্ষতা এবং বাস্তবজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। একইসঙ্গে STEM শিক্ষা (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত) বিকাশের জন্য আধুনিক ল্যাব এবং পাঠযোগ্য গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা থাকতে হবে। পাঠ্যক্রমে স্থানীয় প্রাসঙ্গিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের বাস্তবতার সঙ্গে পড়াশোনাকে যুক্ত করতে পারবে। মূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার- বর্তমানে এসএসসি পরীক্ষাভিত্তিক মুখস্থ শিক্ষার ওপর নির্ভরশীলতা শিক্ষার মানকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এই ব্যবস্থার পরিবর্তে ধারাবাহিক মূল্যায়ন, প্রকল্পভিত্তিক কাজ, শ্রেণিকক্ষে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও ইন্টার্নশিপের মতো উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা দরকার, যাতে শিক্ষার্থীরা শেখার আনন্দে উদ্বুদ্ধ হয় এবং বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধানে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

লিঙ্গ সংবেদনশীল ব্যবস্থা- মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষায় ধরে রাখতে হলে নির্দিষ্ট কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। বৃত্তি ও মেন্টরিং প্রোগ্রাম তাদের জন্য উৎসাহের কাজ করতে পারে। এছাড়া নিরাপদ যাতায়াত, পৃথক স্বাস্থ্যসেবা ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা হলে বিদ্যালয়ে তাদের উপস্থিতি বাড়বে এবং ঝরে পড়ার হার কমবে। একইসঙ্গে অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে যেন তারা মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পারেন। কর্মজীবনের প্রস্তুতি- মাধ্যমিক পর্যায়েই শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী শিক্ষা দেওয়া শুরু করা উচিত। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক ক্লাস, স্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্ব এবং ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সুবিধা চালু করলে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের জন্য সঠিক প্রস্তুতি নিতে পারবে। এটি যুব বেকারত্ব হ্রাসেও সহায়ক হবে। স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ- বিদ্যালয়গুলোর তদারকি ও মান নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি (PTA) ও স্থানীয় শিক্ষা কমিটিকে শক্তিশালী করে শিক্ষক উপস্থিতি, শিক্ষার মান ও বিদ্যালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো যায়। কমিউনিটি সার্ভিস প্রজেক্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাগরিকত্ববোধ ও সামাজিক দায়িত্ববোধও গড়ে তোলা সম্ভব।

অর্থায়ন ও জবাবদিহিতা- সরকারি বাজেটে মাধ্যমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং তা নির্ভর করবে স্বাতক হার, শিক্ষার মান এবং লিঙ্গ সমতার মতো সূচকের ওপর। বহির্গাত নিরীক্ষার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা জরুরি। তথ্যপ্রযুক্তি সংযোজন- ডিজিটাল লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, মৌলিক আইসিটি শিক্ষা ব্যয়তামূলকভাবে এবং কম খরচে ট্যাবলেট বা কম্পিউটার সরবরাহের মাধ্যমে প্রযুক্তিকে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার শিখে বিশ্বমানের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে সক্ষম হবে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি- সমগ্র জাতিকে মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করতে একটি সমন্বিত জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালানো প্রয়োজন। এতে সমাজে শিক্ষাবিষয়ক ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি হবে এবং অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে শুরু করবে।

বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশ তার মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় উপযোগী সংস্কার আনতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের কেরালায় বিনামূল্যে সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা ও সম্প্রদায়ভিত্তিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে লিঙ্গ সমতা অর্জিত হয়েছে। চিলি ও ফিনল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা বৃত্তিমূলক শিক্ষা, নমনীয় শিক্ষণ পদ্ধতি এবং শিক্ষকের পেশাদারিত্বের ওপর জোর দেয়, যা অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে যুক্ত। রুয়ান্ডায় গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যালয় নির্মাণ, আইসিটি সংযোজন ও মেয়েদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার কার্যকর কৌশল গ্রহণের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এসব অভিজ্ঞতা বাংলাদেশে বাস্তবায়নের জন্য প্রাসঙ্গিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা অনুযায়ী অভিযোজিত করা যেতে পারে।

মাধ্যমিক শিক্ষা বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম প্রধান ভিত্তি, যা একটি দক্ষ, উদ্ভাবনী এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে অপরিহার্য। কিন্তু এই স্তরটি দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত থাকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ এবং সামাজিক সমতার স্বপ্ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে শক্তিশালী না করা পর্যন্ত জাতীয় উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থান এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হবে। এখনই সময়, সরকার, শিক্ষানীতিনির্ধারক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী এবং উন্নয়ন অংশীদারদের সম্মিলিত উদ্যোগে একটি শক্তিশালী, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার। এই লক্ষ্যে পরিকল্পিত বিনিয়োগ, বাস্তবমুখী পাঠ্যক্রম, শিক্ষক ক্ষমতায়ন, প্রযুক্তির সংযুক্তি এবং লিঙ্গ-সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ জরুরি। শিক্ষা কেবল একটি শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে না, এটি পুরো জাতির সম্ভাবনার রূপরেখা। মাধ্যমিক শিক্ষা তাই শুধুই একটি ধাপ নয়; এটি ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার একটি সেতু। আমরা চাই এই সেতুটি হোক দৃঢ়, ন্যায়ভিত্তিক এবং সবার জন্য উন্মুক্ত।

লেখক : অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

দৈনিক জনকণ্ঠ
প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ
The Daily Janakantha

সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক: শামীমা এ খান
সম্পাদক কর্তৃক গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবার-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে গ্লোব প্রিন্টার্স লি: ও জনকণ্ঠ লি: থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জনকণ্ঠ ভাবন 24/এ রাশেদ খান মেনন সরক নিউ ইস্কাটন রোড

© দৈনিক জনকণ্ঠ, সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত।